আমার মুক্তিকর্তা জীবিত

ইয়োব ১৯:১-২৭

"যীশু মোদের কেমন বন্ধু, বহেন পাপ ও তাপের ভার" গানের লেখক হলেন যোষেফ স্ক্রিভেন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি খবর পান যে যার সঙ্গে পরের দিন তার বিয়ে হবার কথা, সে জলে ডুবে মারা গেছে। এই ঘটনায় খুব কষ্ট পেয়ে যোষেফ আয়ারল্যাণ্ড ত্যাগ করে কানাডার উদ্দেশে রওনা দেন। এখানে আবার তাঁর বিয়ের অয়োজন হয়, কিন্তু এবারেও বিয়ের আগে তার বাগদত্তা মারাত্মক রোগে প্রাণ হারায়। তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন শারীরিক পঙ্গুদের সেবা সুশ্রুষার মধ্যে উৎসর্গ করেন। তিনি নিজে ছিলেন একাকী এবং দরিদ্র। তাঁর শরীরও বিভিন্ন রোগে ক্রমশ ভেঙ্গে যায়। তাই, তিনি অন্টারিওতে শিক্ষাদানের কাজকেই গ্রহণ করেন। একদিন আয়ারল্যাণ্ড থেকে তিনি মায়ের চিঠি পেয়ে জানতে পারেন যে, মা চরম দুর্দশার মধ্যে আছেন, তখন মাকে সান্ত্বনা দিতে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন, তাকেই পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র মণ্ডলীতে গান গাওয়া হয়,

যীশু মোদের কেমন বন্ধু, বহেন পাপ ও তাপের ভার
মনের কথা ঈশ্বর সনে, বলিলে হয় সুখ অপার
হায়, কি শান্তি আমরা হারাই, বৃথা সহি দুঃখ ক্লেশ
পিতার কাছে নাহি জানাই, মোদের অভাব সবিশেষ।

আমাদের জীবনের ঘটনাসমূহ যখন আমাদের আশানুযায়ী ফল দিতে ব্যর্থ হয়, তখনও কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসী আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে চলেছেন। সেই পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বরের গৌরবার্থে "***ধার্মিক বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে***" (রোমীয় ১:১৭; হবক্কুক ২:৪)। ইয়োবও আস্তে আস্তে উপলব্ধি করছে যে, ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা ইয়োবের জীবনে পূর্ণ করে চলেছেন। ইয়োবের নির্দিষ্ট পাপের কারণে যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন, তা নয়; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য আমাদের কাছে যে দায়বদ্ধ নন, তিনি যে সার্বভৌম, তা ইয়োব শিখতে চলেছে। অনেক সময় আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে উপলব্ধি করতে চাই, কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃত ধার্মিক তাই নিজের কোনও প্রকার উৎকৃষ্টতার দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারাই বাঁচবে। তিনি যখন আমাদের আশানুরূপ কাজ করেন, কেবল তখন সে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমাদের আশার বিপরীতে কাজ করলেও ধার্মিক তাঁতে বিশ্বাসে স্থির থাকে।

১৯ অধ্যায়ের শেষাংশে ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি এমন বিশ্বাসকে এই বলে প্রকাশ করেছে, ***"কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপর উঠে দাঁড়াবেন"*** (২৫ পদ)। কিন্তু এই বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করার আগে ইয়োব তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়েছে।

ক) বন্ধুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ *(Complaint against Friends)* **(২-৬ পদ)**

১৮ অধ্যায়ে, বিল্‌দদ যে বক্তব্য রেখেছিল, তা শুনে ইয়োব পুনরায় হতাশায় পূর্ণ হয়েছে। তাই, ১৯ অধ্যায়ে, ইয়োব তার প্রত্যুত্তর এই কথা বলে শুরু করেছে, "***তোমরা কতক্ষণ আমার প্রাণে ক্লেশ দেবে? বাক্যের আঘাতে আমাকে চূর্ণ করবে?***" (২ পদ)। বন্ধুরা ইয়োবকে যে দুঃখ ও লজ্জা দিয়েছে, ইয়োব তার উত্তরে এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে পুনরায় বিলাপ করেছে, বন্ধুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে (২-৬ পদ)। তার প্রতি বন্ধুদের ব্যবহারকে ভৎসনা করতে ২-৩ পদে ইয়োব কয়েকটি কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে। "***ক্লেশ***" শব্দের অর্থ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

"ব্যক্তিগত গভীর দুঃখ" (বিলাপ ১:১২; ৩:৩২, ৩৩)। *"চূর্ণ"* করার অর্থ, বন্ধুরা ইয়োবের কষ্ট সহ্যশক্তি ধ্বংস করে চলেছে। অর্থাৎ, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই কেবল বাক্য-বাণে বন্ধুরা ইয়োবকে শোষন করছে। ৩ পদেও *"তিরস্কার"* ও *"নিষ্ঠুর"* শব্দকে বাবহার করা হয়েছে। ৪ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের সরাসরি দোষারোপ করেছে, কারণ তারা তার কোনও অপরাধ দেখাতে পারেনি। তাই, যতকাল না পর্যন্ত ঈশ্বর ইয়োবের নিরপরাধের কথা প্রকাশ করছেন, ততকাল তার যদি কোনও অপরাধ থেকে থাকে, ইয়োব তার দায় নিচ্ছে। ৫ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা ইয়োবের দুর্দশায় আনন্দ উপভোগ করছে, "***তোমরা কি নিতান্তই আমার উপরে দর্প করবে? আমার বিরুদ্ধে আমার গ্লানির দোহাই দেবে***" (৫ পদ)। তাই ইয়োব চায় যেন তার বন্ধুরা জানে যে, "***ঈশ্বর তার প্রতি অন্যায় করেছেন***" (৬ পদ)। এই কথা শুনে আমরা ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে পারি। এখানে আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, বন্ধুদের সঙ্গে ইয়োবেরও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা আছে, যেমন আমাদের প্রত্যেকের আছে। এখন, আমরা সর্বদা চাই, আমাদের সেই ধারণা অনুসারে ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে বর্ণনা করতে বা আমাদের ধারণার বৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরকে কাজ করতে বাধ্য করি। আর যখনই এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনই আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলি। ইয়োবও এখানে সেই কাজই করেছে।

খ) ঈশ্বরের শত্রুতার বিষয় অসন্তোষ *(Complaint about God's Enmity)* **(৭-১২)**

এই অংশে ইয়োব বর্ণনা করেছে যে, ঈশ্বর ইয়োবের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করেছেন। এর দ্বারা ইয়োব তার বন্ধুদের উপলব্ধি করাতে চেয়েছে যে, তার এই সমস্ত দুর্দশার কারণ সে নিজে নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর। এই দুর্দশার মধ্যে ইয়োব একমাত্র যে কাজ করতে পারে, তা হল, ক্রন্দন। কিন্তু তা করেও কোনও লাভ হচ্ছে না, "***ক্রন্দন করি, উত্তর পাই না; আর্তনাদ করি, কিন্তু বিচার হচ্ছে না।***" ইয়োব মনে করছে যে ঈশ্বর তার পথে উচু দেওয়াল তৈরি করেছেন, পথ অন্ধকারাবৃত করেছেন (৮ পদ); তাই ইয়োবের পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কঠিন। ৯-১২ পদে, ঈশ্বর কীভাবে ইয়োবের সম্মানহানি করেছেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সিংহাসনচ্যুত করেছেন (৯ পদ) মাটি থেকে উপরে ফেলেছেন (১০ পদ), এবং সৈন্যদলের দ্বারা অবরুদ্ধ করেছেন (১১-১২ পদ)।

গ) সম্পূর্ণ একঘরে হবার বিষয় অসন্তোষ ***(Complaint about Complete Alienation)*** **(১৩-২০)**

এই অংশে ইয়োব খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে, সে কীভাবে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রতি ঈশ্বরের আক্রমণ, ইয়োবকে তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী এবং সহ-নাগরিকদের থেকে পৃথক করেছে। অর্থাৎ, ইয়োব তার সমাজ থেকে পৃথকীকৃত হয়েছে। কারণ, তারা সকলে মনে করে যে, ঈশ্বর তার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন এবং তার শরীরের আকার ও দুর্গন্ধ ঘৃণিত। ইয়োব যাদের দ্বারা পরিত্যক্ত, তাদের তালিকা বেশ লম্বা- ভাই ও বন্ধু (১৩ পদ), আত্মীয়-স্বজন ও ঘরের অতিথি (১৪ পদ), প্রবাসী ও দাসী (১৫ পদ), দাস (১৬ পদ), স্ত্রী ও ভাই-বোন (১৭ পদ), বালক (১৮ পদ), সুহৃদ ও প্রিয় পাত্র (১৯ পদ)। ২০ পদে ইয়োব বর্ণনা করেছে যে, সে যেমন সমস্ত মানুষের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, তার শারীরিক যন্ত্রণাও তেমনই সম্পূর্ণ।

যাদের উচিত আমার পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি করা, যখন তারাই আমাকে পরিত্যাগ করে, তখন তা সহ্য করা খুবই কঠিন। ইয়োব এই যন্ত্রণা ভোগ করছে, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণাও বটে। কিন্তু এমন চরম অন্ধকারের মধ্যেও ইয়োব আশার আলো দেখতে পেয়েছে (২১-২৭ পদ)।

ঘ) নিশ্চয়তার বিবৃতি *(Statement of Assurance*

(২০-২৭ পদ)

২১ পদে, ইয়োব বন্ধুদের কাছে সাহায্য কামনা করে বলেছে, ''***আমাকে কৃপা কর, কৃপা কর***।'' শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে, ইয়োব তার যন্ত্রণাকে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করতে চাইছে। সে তাদের বোঝাতে চাইছে যে, তার এই পরিস্থিতির জন্য সে নিজে দায়ী নয়, কিন্তু ''***ঈশ্বরের হাত***'' দায়ী। ২২-২৪ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের অনুরোধ করেছে, তারা যেন ঈশ্বরের ন্যায় একইভাবে তার প্রতি তাড়না না করে।

কিন্তু ২৫ পদে, ইয়োব এই সমস্ত নেতিবাচক কথা ত্যাগ করে হঠাৎ তার গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলেছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মহান বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির এটি একটি। শরীরের পুনরুত্থান সম্বন্ধেও পুরাতন নিয়মে এটি একটি অন্যতম বিবৃতি। তার এই বিশ্বাস কতখানি গভীর ও দৃঢ়, তা প্রকাশ করার জন্য ইয়োব ''***আমি জানি***'' এই কথার দ্বারা বিবৃতি শুরু করেছে। ইয়োবের বিশ্বাস, ''***আমার মুক্তিকর্তা (Redeemer) জীবিত, তিনি শেষে ধূলির উপর উঠে দাঁড়াবেন***'' (২৫ পদ)। ইয়োব এখানে বলছেন যে, তার পক্ষ সমর্থন করার জন্য একজন মুক্তিকর্তা-জ্ঞাতি *{kinsman-redeemer (En.), go'el, (Hb.)}* আছেন। এই কথার দ্বারা ইয়োব **প্রাচীন ইস্রায়েলের একটি প্রথার** কথা উল্লেখ করেছে, যার দ্বারা **কোনও নিকটাত্মীয় অন্য কোনও আত্মীয়ের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা করত**। এই প্রথার উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি পরিবারের জীবন শক্তিকে ধরে রাখা বা রক্ষা করা। যখন কারুর ভাইকে হত্যা করা হত, তখন হত ব্যক্তির ভাই রক্তের প্রতিশোধ নিত (গণনা ৩৫:১৯; ২বিব ১৯:১২)। ঋণ শোধ না করতে পারায় যদি কেউ ভূমি বিক্রয় করতে বা অন্যের দাসত্ব করতে বাধ্য হত, তখন তার গোষ্ঠীভুক্ত কোনও নিকটাত্মীয় অর্থ বা শক্তির দ্বারা তাকে মুক্ত করতে পারত (লেবীয় ২৫:১৫; ৪৮)। আবার কোনও ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে, তার গোষ্ঠীভুক্ত কোনও নিকটাত্মীয় মৃত ব্যক্তির কারণে সেই বিধবাকে গ্রহণ করতে পারত ও মৃত ব্যক্তির বংশ রক্ষা করতে সন্তান উৎপন্ন করত (রূৎ ২:২০; ৩:৯; ৪:১-১৭)।

আবার, ''মুক্তিকর্তা-জ্ঞাতি'' হল স্বয়ং যিহোবা ঈশ্বরের একটি নাম। মিশর থেকে ইস্রায়েলের উদ্ধার-কার্যের ব্যাখ্যা থেকে এই নামের শুরু (যাত্রা ৬:৬; ১৫:১৩; গীত ৭৪:২; ৭৭:১৬)। এই নামের অর্থ হল, যেহেতু ঈশ্বর জাতি হিসাবে ইস্রায়েলকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, সেইহেতু তিনি তাদের সমস্ত বিরোধী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই কথা স্মরণ করে, যিশাইয় বারংবার ঈশ্বরের এই নাম ব্যবহার করে ঘোষণা করেছেন যে, মিশর থেকে উদ্ধারের ন্যায় ঈশ্বর ইস্রায়েলকে ব্যাবিলন নির্বসন থেকে উদ্ধার করবেন (যিশা ৪৩:১-৭)।

যিহোবা ঈশ্বরের এই নাম মনে রেখেই ইয়োব ঈশ্বরকে ''মুক্তিকর্তা'' বলে সম্বোধন করেছে। ইয়োব তাঁর দ্বারাই উদ্ধার আশা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটু আগে ইয়োব যাকে নিজের শত্রু হিসাবে বর্ণনা করেছে, এখানে কীভাবে তাকে উদ্ধারকর্তা বলতে পারে? তাহলে কি ইয়োব তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে মুক্তিকর্তা বলছে? না, যিহোবা ঈশ্বরকেই ইয়োব এখানে ''মুক্তিকর্তা'' বলেছে; কারণ (১) ইয়োব তাকে ''জীবিত'' বলেছেন (২বিব ৫:২৬; যিহো ৩:১০) এবং (২) ঠিক পরবর্তী পদেই ইয়োব বলেছে, ''***আমি মাংসবিহীন হয়ে ঈশ্বরকে দেখিব***'' (২৬ পদ)। তিনি ''***শেষে ধূলির উপর উঠে দাঁড়াবেন,***'' অর্থাৎ, তিনি ''বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবেন।'' অর্থাৎ, ইয়োব আশা করছে যে, এই ব্যক্তি ইয়োবের পক্ষে সত্য সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে মুক্তিকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এখন, শেষে যিনি ইয়োবের পক্ষে সত্য প্রকাশ করবেন, তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ যিহোবা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। ইয়োবের পুস্তক থেকে আমাদের এই বিষয়টিই উপলব্ধি করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হয় *(paradox)*, ঈশ্বরের বৈশিষ্ট

সম্বন্ধে এই বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এতদূর পর্যন্ত ইয়োবের অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরকে শত্রুর বেশে আগত ব্যক্তি হিসাবে মনে হয়েছে। ইয়োবের চিন্তা ও ধারণার বিপরীতে ঈশ্বরের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১ ও ২ অধ্যায়ে চুক্তির ঈশ্বর হিসাবে ''যিহোবা'' নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তারপর একবারও ব্যবহৃত না হবার পর (কেবল 'সর্বশক্তিমান' বলা হয়েছে), এই ১৯ অধ্যায়ের সমূহ প্রতিকূলতার মধ্যে আবার তাঁকে যিহোবা, মুক্তিকর্তা ঈশ্বর হিসাবে ইয়োব দেখেছে। ইয়োব বিশ্বাস করে, যে যিহোবা ইস্রায়েলকে তাঁর প্রসারিত বাহু দ্বারা মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনিই ইয়োবের জন্য সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন *(vindicate)*।

এইভাবে, নিজের তৎকালীন অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করে বা অস্বীকার করে, ইয়োব ঈশ্বরে আস্থার কথা বলেছে, যে তিনি শেষে তাঁকে উদ্ধার করবেন। এ হল খাঁটি বিশ্বাসের নিদর্শন। আমাদের বিশ্বাস অনেক সময় পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, কিন্তু খাঁটি বিশ্বাস, পরিবেশ বা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন (যতই প্রতিকূল হোক না কেন), ঈশ্বরে আস্থা থেকে সরে না। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, সমস্যা, বা দুর্দশার মধ্যে খাঁটি বিশ্বাসই কেবল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আস্থা রাখতে সক্ষম।

''*আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত,*'' এই স্বীকারোক্তি বিশ্বাসীদের কাছে যুগে যুগে সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে আশ্বাস বা সান্ত্বনা-বাণী হয়েছে। যদিও ইয়োবের কাছে এই কথার সম্পূর্ণ অর্থ জানা ছিল না, ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টেতে এই মুক্তিকর্তা বা সত্য সাক্ষীকে দান করেছেন। আমরা অবাক হই, কারণ ইয়োব এত অল্প জেনেও তাঁতে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আমরা সেই ঈশ্বরের বিষয় ইয়োবের থেকে এত বেশি জেনেও তাঁকে বিশ্বাস করি না। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিটি কজের সঠিক উপলব্ধি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরের পথসকল আমাদের আয়ত্তের অনেক বাইরে। তাঁর সমস্ত পথ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না বলে কি আমরা তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা হারব? বাস্তব প্রতিকূলতা কি আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসকে মুছে দেবে?

ইয়োবের কাছ থেকে আমরা যেন শিক্ষা নিই। ইয়োবের তুলনায় আমাদের দুর্দশা খুবই সামান্য। কিন্তু আমরা কি আমাদের দুঃখভোগের সময় স্বীকার করি যে ''আমার মুক্তিকর্তা জীবিত, তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন?'' ইয়োব নির্দোষ হয়েও দুঃখভোগ করার কারণে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু আমাদের উত্তর দেবার কোনও পথ নেই, কোনও অজুহাতই যথেষ্ট না হওয়ায়, আমরা যেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সাধিত সমস্ত বিষয় হাসিমুখে গ্রহণ করি এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে আরও বেশি আগ্রহী হই।